

আপনি যদি শয়তানের কবল থেকে, পাপ ও মন্দ অভ্যাসের হাত থেকে ও মন্দ নেশার খপ্পর থেকে বাঁচতে চান, তবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিকট আসুন তিনি ডাকছেন, “তোমরা যারা ক্লান্ত ও বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে, তোমরা সবাই আমার কাছে এস; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব”-মথি ১১:২৮। “যারা ধার্মিক তাদের আমি ডাকতে আসিনি, বরং পাপীদেরই ডাকতে এসেছি-মথি ৯:১৩।”

তাঁর কাছে এসে পাপ ও দুর্বলতা স্বীকার করুন। তিনি আপনাকে মুক্তি দিয়ে এক নতুন মানুষ করে দিবেন। তাঁর কাছে এসে আত্মসমর্পণ করুন ও বিশ্বাসে তাঁকে হৃদয়ে গ্রহণ করুন। তিনি আপনার মলিন ও অশুচি হৃদয় আপন প্রায়শ্চিত্তের রক্ত দিয়ে শুচি করবেন। আপনার দৃষ্টি, চিন্তা, কার্য ও বাক্য পবিত্র হবে। মনে ঈশ্বরের শান্তি পাবেন। “পাপ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর যা দান করেন তা প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন।” রোমীয় ৬:৩। ঈশ্বর কারো উপর জোর করেন না তাই আপনি বেছে নিন জীবনে কি চান। এ বিষয়ে আরো জানতে চাইলে, এই ঠিকানায় খোঁজ করবেন।

মিডিয়া আউটরিচ

পোস্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০। বাংলাদেশ।

প্রকাশনা: মিডিয়া আউটরিচ,

পোস্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

E-mail. mediaoutreach.ag@gmail.com

Web. www.mediaoutreachbd.com

BEN 02



## মাকড়সার জাল

পাড়াগায়ের ছোট একটি বাগানে দুটি গাছকে আশ্রয় করে সারা রাত্রি ধরে একটি মাকড়সা জাল বুনে যায়। সকালে সূর্য উঠার আগেই সে জালটি সমাপ্ত করে একটি গাছের ডালে ভর দিয়ে বিশ্রাম নেয়। জালটি তার সত্যিই সুন্দররূপে সৃষ্টি করা হয়েছ পথের ধারে কত মাছি, কত নিরীহ পোকা তাতে অনায়াসেই ধরা পড়বে। তোর হয়ে গেছে একটা সবুজ রংয়ের মাছি ভেঁ ভেঁ করে উড়ে যাচ্ছিল নিকটের পচা নর্দমার দিকে। আহা, তার আর যাওয়া হলো না। জালে তার পাখা লাগতেই আটকে গেলো। মাছি বেচারি কত চেষ্টা করলে, অনেক বুলোবুলি, অনেক ভেঁ ভেঁ, কিন্তু মুক্তি মিললো না।

এরই পরে দেখতে হলদে রংয়ের দুটো পোকা, একটি সুন্দর ফড়িং ও একটা প্রজাপতি আটকে গেলো সেই জালে। দূরে ডালে বসে মাকড়সাটি সবই দেখে আর মনে মনে ভাবে, আজ বেশ ভোজ হবে- পরিশ্রম করাটা সার্থক হয়েছে। সে আর একটু অপেক্ষা করে যদি আর কেউ এসে আটকে যায়।

বেলা বেড়ে গেলে বড় কেউ ধরা পড়ে না। সূর্যের আলোয় সবাই চালাক হয়ে যায়। মাকড়সা আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। এখন আর সে নীরব শিল্পী নয়। সে হিংস্র মূর্তি ধারণ করে এগিয়ে যায় মাছিটির দিকে। মুক্তির পথ নেই, মুক্তিদাতাও নেই-হায়! মাছিটি মাকড়সার উপস্থিতিতে চঞ্চল হয়ে উঠে ক্ষণিকের জন্য, তার পরেই সব শেষ, মাকড়সা তাকে পুরে ফেলে মুখের মধ্যে। আশ্চর্য কৌলশ তার। স্থির কর্মপন্থা তার। এইভাবে সে দিনের পর দিন জাল বোনে ও কত মশা, মাছি ও ফড়িং-এর প্রাণ নেয়। পোকা মাকড়সার এই খেলার মধ্য দিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক জগতের এক খেলার কথা মনে পড়ে।

মানুষ স্বভাবতঃ জন্ম থেকেই দুর্বল অজানা পথে চলতে সে চায়। দুর্বলতার কথা তার মনে থাকেনা। যেমন করে পোকা, মশা, মাছি, ফড়িং ও প্রজাপতি উড়ে যায় এবং অলক্ষ্যে পাতা মাকড়সার জালে ধরা পড়ে, ঠিক তেমনি মানুষ শয়তানের পাতা নানা প্রকার প্রলোভন ও প্ররোচনার জালেতে তাদের অজ্ঞাতেই ধরা পড়ে। একবার ধরা পড়লে সে আর জাল থেকে নিজের কোন চেষ্টাতেই উদ্ধার পায় না। এখানে ইচ্ছা, শক্তি জ্ঞান, বুদ্ধি বিদ্যার কোন “মানুষের অন্তরের কামনাই মানুষকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং ফাঁদে ফেলে। তারপর কামনা পরিপূর্ণ হলে পর পাপের জন্ম হয়, আর পাপ পরিপূর্ণ হলে পর মৃত্যুর জন্ম দেয়।” যাকোব ১:১৪-১৫। “পাপ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু রোমীয় ৬:২৩।”

মানুষের হৃদয় আজ হাযকারে পূর্ণ, দেহ আজ রোগ ব্যাধিতে ভরা। “কি হতভাগা মানুষ আমি! আমার মধ্যে এই যে পাপ-স্বভাব, যা ৭:২৪। শাস্ত্রের বড় বড় শিক্ষা, কি দেশ ও দেশের সেবার বড় বড় বুলি, মানুষকে এই জাল থেকে উদ্ধার করতে পারে না। জালেতে ধৃত অসহায় প্রজাপতিকে বাঁচাতে হলে, এ প্রজাপতি হতে অনেক গুণে বড় ও ঐ মাকড়সা হতে শক্তিমান কারুর দরকার। এই জন্য পাপে পতিত অসহায় মানবকে বাঁচাতে ও মানবের জীবন থেকে শয়তানের সমস্ত শক্তিকে প্রতিহত করে তাকে উদ্ধার করতে ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর-মানব প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই জগতে এসেছেন। শয়তানের কাজকে ধ্বংস করবার জন্যই ঈশ্বরের পুত্র প্রকাশিত হয়েছিলেন। ১যোহন ৩:৮।

যারা পাপ করে তারা ক্রমে ক্রমে পাপের দাস হয়ে পড়ে। মন্দ নেশা, মদ, ভাস্ক, তামাক, তাস, পাশা, জুয়া, ব্যভিচার, স্বৈরাচার থেকে তারা কিছুতেই স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না। ঈশ্বরের পুত্র যদি আপনাদের মুক্ত করেন, তবে সত্যিই আপনারা মুক্ত হবেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর ও মনুষ্য পুত্র, পূর্ণ-মানব অথচ নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক। “যীশু নিজেও মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন, যাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই শয়তানকে তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শক্তিবীন করেন, আর মৃত্যুর ভয়ে যারা সারা জীবন দাসের মত কাটিয়েছে তাদের মুক্ত করেন- ইব্রীয় ২:১৪-১৫পদ। তাই “পাপ থেকে উদ্ধার আর কারণ ও কাছে পাওয়া যায় না, কারণ সারা জগতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি”-মথি ৪:১২। “উদ্ধার পাবার জন্য যে কেউ প্রভুকে ডাকে, সে উদ্ধার পাবে।” রোমীয় ১০:১৩।

# মাকড়সার জাল

পাড়াগায়ের ছোট একটি বাগানে দুটি গাছকে আশ্রয় করে সারা রাত্রি ধরে একটি মাকড়সা জাল বুনে যায়। সকালে সূর্য উঠার আগেই সে জালটি সমাপ্ত করে একটি গাছের ডালে ভর দিয়ে বিশ্রাম নেয়। জালটি তার সতিই সুন্দররূপে সৃষ্টি করা হয়েছ পথের ধারে কত মাছি, কত নিরীহ পোকা তাতে অনায়াসেই ধরা পড়বে। ভোর হয়ে গেছে একটা সবুজ রংয়ের মাছি ভেঁ ভেঁ করে উড়ে যাচ্ছিল নিকটের পচা নর্দমার দিকে। আহা, তার আর যাওয়া হলো না। জালে তার পাখা লাগতেই আটকে গেলো। মাছি বেচারা কত চেষ্টা করলে, অনেক বুলোবুলি, অনেক ভেঁ ভেঁ, কিন্তু মুক্তি মিললো না।

এরই পরে দেখতে হলদে রংয়ের দুটো পোকা, একটি সুন্দর ফড়িং ও একটা প্রজাপতি আটকে গেলো সেই জালে। দূরে ডালে বসে মাকড়সাটি সবই দেখে আর মনে মনে ভাবে, আজ বেশ ভোজ হবে- পরিশ্রম করাটা সার্থক হয়েছে। সে আর একটু অপেক্ষা করে যদি আর কেউ এসে আটকে যায়।

বেলা বেড়ে গেলে বড় কেউ ধরা পড়ে না। সূর্যের আলোয় সবাই চালাক হয়ে যায়। মাকড়সা আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। এখন আর সে নীরব শিল্পী নয়। সে হিংস্র মূর্তি ধারণ করে এগিয়ে যায় মাছিটির দিকে। মুক্তির পথ নেই, মুক্তিদাতাও নেই-হায়! মাছিটি মাকড়সার উপস্থিতিতে চঞ্চল হয়ে উঠে ক্ষণিকের জন্য, তার পরেই সব শেষ, মাকড়সা তাকে পুরে ফেলে মুখের মধ্যে। আশ্চর্য কোলস্থ তার। স্থির কর্মপন্থা তার। এইভাবে সে দিনের পর দিন জাল বোনে ও কত মশা, মাছি ও ফড়িং -এর প্রাণ নেয়। পোকা মাকড়সার এই খেলার মধ্য দিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক জগতের এক খেলার কথা মনে পড়ে।

আপনি যদি শয়তানের কবল থেকে, পাপ ও মন্দ অভ্যাসের হাত থেকে ও মন্দ নেশার খপ্পর থেকে বাঁচতে চান, তবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিকট আসুন তিনি ডাকছেন, “তোমরা যারা ক্লান্ত ও বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে, তোমরা সবাই আমার কাছে এস; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব”-মথি ১১:২৮। “যারা ধার্মিক তাদের আমি ডাকতে আসিনি, বরং পাপীদেরই ডাকতে এসেছি-মথি ৯:১৩।”

তাঁর কাছে এসে পাপ ও দুর্বলতা স্বীকার করুন। তিনি আপনাকে মুক্তি দিয়ে এক নতুন মানুষ করে দিবেন। তাঁর কাছে এসে আত্মসমর্পণ করুন ও বিশ্বাসে তাঁকে হৃদয়ে গ্রহণ করুন। তিনি আপনার মলিন ও অশুচি হৃদয় আপন প্রায়শ্চিত্তের রক্ত দিয়ে শুচি করবেন। আপনার দৃষ্টি, চিন্তা, কার্য ও বাক্য পবিত্র হবে। মনে ঈশ্বরের শান্তি পাবেন। “পাপ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর যা দান করেন তা প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন।” রোমীয় ৬:৩। ঈশ্বর কারো উপর জোর করেন না তাই আপনি বেছে নিন জীবনে কি চান। এ বিষয়ে আরো জানতে চাইলে, এই ঠিকানা য় খোঁজ করবেন।

মিডিয়া আউটরিচ

পোস্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০। বাংলাদেশ।

প্রকাশনা: মিডিয়া আউটরিচ,

পোস্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

E-mail. mediaoutreach.ag@gmail.com

Web. www.mediaoutreachbd.com

মানুষ স্বভাবতঃ জন্ম থেকেই দুর্বল অজানা পথে চলতে সে চায়। দুর্বলতার কথা তার মনে থাকেনা। যেমন করে পোকা, মশা, মাছি, ফড়িং ও প্রজাপতি উড়ে যায় এবং অলক্ষ্যে পাতা মাকড়সার জালে ধরা পড়ে, ঠিক তেমনি মানুষ শয়তানের পাতা নানা প্রকার প্রলোভন ও প্ররোচনার জালেতে তাদের অজ্ঞাতেই ধরা পড়ে। একবার ধরা পড়লে সে আর জাল থেকে নিজের কোন চেষ্টাতেই উদ্ধার পায় না। এখানে ইচ্ছা, শক্তি জ্ঞান, বুদ্ধি বিদ্যার কোন “মানুষের অন্তরের কামনাই মানুষকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং ফাঁদে ফেলে। তারপর কামনা পরিপূর্ণ হলে পর পাপের জন্ম হয়, আর পাপ পরিপূর্ণ হলে পর মৃত্যুর জন্ম দেয়।” যাকোব ১:১৪-১৫। “পাপ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু রোমীয় ৬:২৩।”

মানুষের হৃদয় আজ হাহাকারে পূর্ণ, দেহ আজ রোগ ব্যাধিতে ভরা। “কি হতভাগা মানুষ আমি! আমার মধ্যে এই যে পাপ-স্বভাব, যা ৭:২৪। শাস্ত্রের বড় বড় শিক্ষা, কি দেশ ও দেশের সেবার বড় বড় বুলি, মানুষকে এই জাল থেকে উদ্ধার করতে পারে না। জালেতে ধৃত অসহায় প্রজাপতিকে বাঁচাতে হলে, এই প্রজাপতি হতে অনেক গুণে বড় ও ঐ মাকড়সা হতে শক্তিম্যান কারুর দরকার। এই জন্য পাপে পতিত অসহায় মানবকে বাঁচাতে ও মানবের জীবন থেকে শয়তানের সমস্ত শক্তিকে প্রতিহত করে তাকে উদ্ধার করতে ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর-মানব প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই জগতে এসেছেন। শয়তানের কাজকে ধ্বংস করবার জন্যই ঈশ্বরের পুত্র প্রকাশিত হয়েছিলেন। ১যোহন ৩:৮।

যারা পাপ করে তারা ক্রমে ক্রমে পাপের দাস হয়ে পড়ে। মন্দ নেশা, মদ, ভাস্ক, তামাক, তাস, পাশা, জুয়া, ব্যভিচার, স্বৈরাচার থেকে তারা কিছুতেই স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না। ঈশ্বরের পুত্র যদি আপনাদের মুক্ত করেন, তবে সতিই আপনারা মুক্ত হবেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর ও মনুষ্য পুত্র, পূর্ণ-মানব অথচ নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক। “যীশু নিজেও মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন, যাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই শয়তানকে তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শক্তিশূন্য করেন, আর মৃত্যুর ভয়ে যারা সারা জীবন দাসের মত কাটিয়েছে তাদের মুক্ত করেন- ইব্রীয় ২:১৪-১৫পদ। তাই “পাপ থেকে উদ্ধার আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারণ সারা জগতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি”-মথি ৮:১২। “ উদ্ধার পাবার জন্য যে কেউ প্রভুকে ডাকে, সে উদ্ধার পাবে।” রোমীয় ১০:১৩।

